|| পথের পাঁচালী উপন্যাসের খসড়া ||

অপ্রকাশিত কয়েকটি পৃষ্ঠা

Apu II.-এর কোনো জায়গায় Continuous narrative না দিয়ে একটা part শেষ করে আনা—এইরকম ভাবে আরম্ভ কর্তে হবে,—

অনেকদিন হয়ে গেছে প্রায় ছয় বৎসর কেটে গিয়েচে। অপু এখন ১৪ বছরের ছেলে স্কুলে পড়ে। বোর্ডিং-এ থাকে।

সকালবেলা। স্কুলে ইনস্‌পেক্টর আস্‌বে। হেড্‌মাষ্টার নোটিশ দিয়েচেন যে সব ছেলে খাতাপত্র নিয়ে ১০টার মধ্যে হাজির হবে।... ইত্যাদি—abrupt ভাবে একটা লম্বা দৌড় দিতে হবে across time নৈলে পারা যাবে না।

ভবিষ্যতে অপু বৃহত্তর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পরিচিত হইয়াছিল। Fiji, Kenya, Durban, New Zealand, Pacific Isles—ইহাদের অদ্ভুত Landscape, immense possibilitiesগুলা দিতে হইবে। This will be an untrodden ground. African Forests, Falling Stars, Egypt, Grey Desert-Green Isles in the Pacific....

Apu I-এ একজন দৃপ্তযৌবন যুবকের বর্ণনা—যে যুবক অপু নিজেই অধ্যয়ন-আর্ট-চিন্তা ভ্রমণ—নানাদেশের নানা স্থানের atmosphere-Lens—

কি যেন মুখে বলা যায় না—অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়—দূরে পোড়ো ভিটাটার কথা মনে পড়ে। অপু-বেলের পানা আর-দূরের মায়ের কলসীগুলা পোড়ো ভিটায় খড়ের চালে থাকে—জঙ্গলে অন্ধকারে—ভাবে কতদিন আগে ঐ সব হাঁড়ি কলসী মা কি ভেবে তুলে রেখেছিল—কত আশা, কত উৎসাহ ওর পেছনে—তারপর কোথায় গেল কে ? কোথায় গেল মা—কোথায় তার সংসার !

তার ছেলে সেই অপু এখন দৃপ্ত যৌবনের তেজে মানুষ হয়ে উঠেচে—সে মেয়েলি অপু আর নাই। Morality, Truth— বিদেশবিভুঁই বেড়িয়ে সে Cosmopoliton, bold শিল্পী।Cosmic life এর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন যুবক।

দূরের অন্ধকারে অনন্তশূন্য যেন সব জ্যোতির্ময় গ্রহ—অন্ধকারে ডুবে ডুবে ঘুর্‌চে—কত [ ] ইতিহাস—ওদের পেছনে—

দূরে এই মেঘান্ধকার রাত্রে চাইলে নিকষকৃষ্ণ চক্রবালে—ওপারে কোথায় সেই সব অজানা গ্রহলোক, সেই পোড়ো ভিটের মতই রহস্যময় হয়ে দেখা দেয়—

V. Imp

Apu II এক এক vol- এ এক একটা জীবন শেষ হয়ে যাবে। যেমন প্রথম vol এ বাল্যজীবন, তার wonder—পাখী ফল ফুল সূক্ষ্ম অনুভূতি।

VolII—Education-School+College

atmosphere- [ ] -death—

Vol III-Restless cosmopolitan life-Writing-Higher Thoughts-son-The return...

একটি জীবনের প্রতীক হবে। তিন ভলুম বই হলে লোকে একটা ভাবপুর্ণ জীবনের বাল্যজীবন থেকে পরিণত জীবন পর্যন্ত সমুদয় সূক্ষ্মরস অনুভব করবে।

তাছাড়া সকলের জীবনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রসের আস্বাদন হয় না। অপুর জীবনের এই সূক্ষ্ম ভাবের সে আস্বাদ যা পেয়েছিল—বইখানা পড়লে সে আস্বাদ সকলে পাবে। এই একটা উদ্দেশ্য এর।

[অন্য পৃষ্ঠায়]

অনেকদিন পরে অপু আবার আসিয়াছিল গ্রামে... সেই আমবন, বাঁশবন, সব আছে কিন্তু সে শিশুমন তা আছে কি ? কোথায় সে মায়াময় বন্ধন ? মন দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া যায়...

আবার তার ছেলে আসে...সেই রকম পাগল, অবোধ... ওতে তার যৌবন সার্থক হোল ।

Apu II (লেখাতে climax) Calcutta 23-6-26. (Compressed narrative)

অপুর শৈশবের বাল্যরসের উদ্বোধনও ঘটিল। সে জগতের বর্ণ, রূপ, রস, গন্ধ অপুর্বভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে লাগিল...নদীর ধারের মাঠ, ছোট্ট ইছামতী নদীটী, নদীর ধারের ওপারের গাছপালা তাহাকে অপুর্বভাবে দোল

দিত...শৈশবের সেই অশথ গাছটার মাথায় চাহিয়া, যেমন তাহার মনে হইত, দূরের দেশ, অনেক দূরের দেশ, তেম্‌নি ওপারের কিংবা ভাঙ্গা কুঠীটা ভাঙ্গা জ্বাল ঘর হাউজ ঘরগুলাও তাহাকে এক অপুর্ব ভাবে ধরা দিত। গ্রামের গাছপালা, মাঠ, নদীর জলের মিঠা সকাল বেলায় পদ্মগন্ধের মত গন্ধ, অপুর্ব সন্ধ্যা যা বাঁওড়ের ওপারে বাঁশবনে নেমে আস্‌তো, স্বপ্নময়ী মাঠ, ঘাট, বনকুসুমের গন্ধ, কুঠীর মাঠের বৈঁচি ঝোপের খরগোস শিকার, মাঝে মাঝে সেই ছেলেটোর কথা তাহাকে পাগল করিয়া রাখিত, তার adolescent conciousness জগতের সামান্য জিনিসকে অপুর্ব মায়া তুলিকায় রঞ্জিত করিয়া লইল। শিবাজী পড়িয়া পাগল হইল, রাজপুতানার বন-পর্বত, দিল্লীর মহাল, পেশওয়াজ পরা ঘাঘরাপরা চঞ্চলা, কোথায় কোন্ দূরের পুষ্পকুমারীর ভিল্-বালিকাদের [ ], সে কোন্ জাতি, যেখানে শুধু জ্যোৎস্না, তলোয়ার খেলা, সুন্দর মুখের বন্ধুত্ব, [ ] শিস্-মহল, মতিমহল...তাহার মনে এদের ছাপ স্থায়ী হইয়া রহিয়া গেল। সে বনে বনে নিজের ইচ্ছায় পাকাটির তলোয়ার লইয়া প্রতাপ সাজিত। প্রেমের প্রথম অঙ্গনে তার মন তখন [ ] (এখানে আশ্রয় [ ] ও পলায়ন—মার দুঃখে দুঃখী হয়ে ফিরে আসা—অপু পাগল—জীবন-কেতুর সহিত প্রেমে পড়া) শৈশবের যে সব অপূর্ব রাগিণী...এ সময় সে একখানি ইংরাজি মানের বই পড়িল ও ছবি দেখিল (উপরে বাল্যকালে নভেল পড়িতে দেওয়া সম্বন্ধে কথা—বাল্যে শিশুর কল্পনা শক্তি হঠাৎ ঐন্দ্রজালিকের মত— ভাল কল্পনার সাহায্যে তা fixed হয়, মনে স্থায়ী ছাপ আনে। আফ্রিকা, সমুদ্র, মরু, ম্যান্‌গ্রোভের বন,— তার imagination fixed হইল—সে যাইবে, ম্যানগ্রোভ বনে যাইবে, অকূল মহাসমুদ্রে যাইবে—কত সমুদ্র, কত [ ] infested সমুদ্র... Coral Island তার জগৎ অপুর্ব জগৎ হইয়া রহিল, সে মহাসমুদ্র, নারিকেল বন, পোতভগ্ন, হয়ত জগতের কোথাও নেই, তবুও সে তালবন তার নিজের হইয়া রহিল... তার মাসীমার বাড়ী হইতে আসিয়া সে আবার তার এই ক্ষুদ্র রাজ্যে ফিরিল...তার এই গ্রামই তার সব হইল। এই গ্রামের মাঠে পাকাটি হাতে করে নিয়ে সে কল্পনা কর্ত্ত বিলেত গিয়েছে, সুয়েজ গিয়েচে, সব জায়গায় গিয়েচে, এই সময় তার প্রথম প্রণয়ের স্ফুরণ,- যুবনাশ্ব, বধূ-বালিকা, মামার বাড়ী থেকে আসা পিসিমা psychology—এই অধ্যায়েই স্কুলে যাওয়া ও তৎসংক্রান্ত সব-concluded by death of Sorbajaya—তার দিদির মরণ ঐ development-এর পুর্ব্বে হয় কিন্তু তারপর নদীর সেই বাবুল গাছের তলাটা তাকে অদ্ভুতভাবে অনুপ্রাণিত করত...সবুজ, শ্যামতটে, ঘোর ঘোর সন্ধ্যায় তার শিশু মনে এ দৃশ্যমান জগত থেকে তফাৎ আর এক সতী স্ত্রীর জগতের অস্পষ্ট আভাস আস্‌তো...তার চোখ অশ্রুপুর্ণ হয়ে উঠতো...

তারপর তার মাও যখন গেল...তখন তা আরও গাঢ় হোল....

যে কল্পনা, প্রেম, বিশ্বজগতের প্রাণস্পন্দনের সাথী, তা শৈশবে তার দাতার মত ছড়ানো আশীর্ব্বাদ দিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছিল...পার্থক্য করেনি...

Imp. Apu II

অনেকদিন পরে সে এই গ্রামে, এই ভিটায় ফিরে এসেই সে কোথায় সে আকাশ, বাতাস, সে রং, সে ঢেউ...কেবল তার মাকে মনে পড়ে...যে মা বড় হয়ে রোগগ্রস্ত হয়ে মারা গিয়েছে সে মা নয়...

শৈশবের প্রথম অরুণ পাত্রের মত সুন্দর, কোমল উষা রাগের বন্দনার মত মিঠে, সুন্দরী তার তরুণী মায়ের চাঁদমুখ, যা তার বয়সের মনের তলায়, কোথায় অস্পষ্ট আনন্দে হাসিয়া আছে,—সমস্ত শৈশবের কল্পনা যে মায়ের ডাগর আঁখির আলোয় এক [ ] জন্ম নিয়েছিল... তার সেই সব...

হঠাৎ তাহার চোখ দূর [ ] শ্যাম দিকচক্রবালে নিবদ্ধ হয়...সুদূর সুদূর এই কত জন্ম-মৃত্যুর কত যাওয়া-আসার মধ্য দিয়া, কত স্নেহ, প্রেম, আশা, দুঃখ, বিরহের, কত শরৎ, কত বসন্ত, কত শীত' হেমন্ত নীলিমার মধ্য দিয়ে [ ] যেন সে চলেছে [ ] অথচ, কি ভীষণ, বিপুল, [ ] চঞ্চলা কালস্রোত। তার দৃপ্তযৌবন কিন্তু তা মানে না—এই মৃত্যুকে পায়ে মাড়িয়ে চলে—

Apu II 31.6.26

অপুকে মারিয়াছে সর্ব শুনিল, সে কাঠ হইয়া রহিল, তাহার অপুকে মারিয়াছে...সে যে কিছুই বোঝে না...তাহার পাগল অবোধ অপুকে দুম্ দুম্ করিয়া এমন করিয়া কিল মারিয়াছে যে সে ঠক্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল...কত তাহার লাগিয়াছে তাহা কে বলিবে ? তাহার অপুর গায়ে হাত ? সে যেন এখনও ভাল করিয়া খাইতে জানে না ? মাকে বলে' মা সিঁড়ির ঘর দিয়ে তুমি যখন যাবে তখন রাত্রে তোমায় ভয় দেখাবো—সেই পাগল অপুকে মার ? সে এখনও যে চট্ মুড়ি দিয়ে ভয় দেখায়— এ কোণে ও কোণে লুকায় ?...আহা কত লাগিয়াছিল, কে দেখিয়াছিল তাহাকে ? কে শুনিয়াছিল তাহার কান্না ? সর্ব্বজয়ার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল...অন্ধকার...রাত... আকাশে দু-একটি তারা জ্বল্‌জ্বল্ করে...ময়লা জলের চৌবাচ্চার আড়ালে সে শুধু বসিয়া আছে...কান্নার বেগে তাহার

সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল...ঠাকুর, ঠাকুর, ও আমার বড় আদরের ধন—তুমি তো জানো, ও একদণ্ড চোখের আড়াল থেকে সরলে আমি স্থির থাক্‌তে পারিনে-ও কিছু বোঝে না...ঠাকুর—অবোধ পাগল—তুমি ওকে দেখো—দুটো ভাতের জন্যে পরের দোয়ারে পড়ে আছি ওইটের হাত ধরে ও আমার পাগল ছেলে। যা কিছু দোষ অপরাধ তার শাস্তি আমার ওপর দিয়ে দাও, ওকে আর কখনো কিছু বোলো না...আমার বুক ফেটে যায় ঠাকুর—আমি তো সইতে পারবো না—এর গায়ে হাত তোলা শুন্‌লে আমি পাগল হয়ে যাই—এখান থেকে নিয়ে চল ঠাকুর—আমি ওর হাত ধরে ভিক্ষে করে খাবো—সেও ভালো এখানে আর নয়...

[অন্য আর একটি পৃষ্ঠা]
Unity of effect-এর দিক থেকে যা যা লিখ্‌তে হবে...
1. হীরু রায়ের পাঠশালা ও পথের রহস্য।
2. দোলের কথা আরও আড়ম্বর... খেলাটা বেশী
3. দুর্গার বিয়ের কথা স্থির
4. শিষ্যবাড়ী শেষের দিকে dramatic effect ও
   শেষে ভ্রমণের দিকের detail [ ] The effect of
   ভ্রমণ on Apu
5. More Durga Likes অপু এবং খুব স্নেহ
   দেখাইয়া—

New Impressions

বইখানিতে শৈশবের গাছপালার প্রতি মুগ্ধ ও delicious টান—গাছে ওঠা—ছায়াশীতল বনঝোপে লতাপাতার মর্মর...অপরাহ্নের অবসন্ন হলুদ রং-এর রোদ মায়ের স্নেহ—দারিদ্র্যের ও আশাহত কারুণ্যের ছোটখাটো—simple-plain ছবি—কোনো হয়—কোনো Loud effect নয়—কোনো প্লট্ নয়—শান্ত, ধীর, স্বাভাবিক গতি—অলসে বহে তটিনী নীর—বুঝি দূরে—অতি দূরে [ ] তারই মধ্যে অপুর শ্রান্ত শান্ত পদসঞ্চার ধীর...দু একটা মৃত্যু ও দুঃখের কাহিনী... [ ] পল্লীনদী...প্রাচীন বনপ্রান্তে পুষ্পিত শাখা সপ্তপর্ণ...দারিদ্র্যের, কারুণ্যের স্বাভাবিক বর্ণনা—ক্ষুদ্রত্ব...চুরি...I have seen the lamp-

ছেলের মন develop করিতেছে—মানুষের শেষ জীবন ও সুখ—এই বন্য প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিবার [করিতে ?] হইবে... উচ্চ জগতের ও অনন্তের glimpses... দু' একটা observation on life.

জগতের পরিবর্তন ও গতিশীলতার ছবি...ছেলে বুড়া হইতেছে...বাসভূমি জঙ্গল হইতেছে...পুরা যত্র স্রোতঃ পুষ্পানি মধুপ তত্র সরিতম্...

অপু যে কবি... তার মনটি কেমন করিয়া মহাভারত, আরব্য উপন্যাস—জলধর পটলসংযোগে...পাঁচালি... নেপোলিয়ন, রাজপুত জীবনসন্ধ্যার মধ্য দিয়া মানুষ হইয়া উঠিল... কে কে তার জীবনে ছাপ দিল... সৌন্দর্য্যলোক কোথায় ?

শৈশবের মুগ্ধতাকে অবিকল আঁকতে হবে...অপুবিহীন এরূপ style নহে... তোমাকে একেবারে ডুবাইয়া লইয়া যাইবে...তুমি নিজে যেন সশরীরে উপস্থিত আছ...

Apu II

বহুদিন পরে বাংলা [ ] হইতে অপু পত্র লিখিতেছে— বাংলার মাধুর্য্যসৌন্দর্য্য বাংলাদেশের ছত্রে ছত্রে Love ফুটিয়া উঠিতেছে...

ম্যালেরিয়া as compensation –

বাঙ্গালী as dying race –

বাঙ্গালী জাতি মরে যাবে—বাংলা dead language হয়ে যাবে—বৈষ্ণব কবিতা, রবীন্দ্রনাথ—এখানে ওখানে এই dying race-এর অতীত ইতিহাসের মধ্যে স্বদেশ বজায় থাকিবে—এই বোধ সে মাথায় তুলিয়া লইবে।

বোয়ারের শিল্প-সৃষ্টি বিশ্ববিখ্যাত।

Apu II

অপু বোর্ডিং-এ দূর দেশে যাচ্ছে। মায়ের জন্য, বাড়ীর জন্য, গাছপালার জন্য মন কেমন, পরের বছরে বাড়ী আসে... রোজ রোজ পুরা ভাদ্রে বাড়ীর জন্যে ভাবে—সেই ছেলেটা যে বাড়ীর জন্য ছট্‌ফট্ করে—গোবরডাঙ্গার সেই ছেলে—পরে বাড়ী আসে অপু—৺পুজার ছুটি-শেষ আশ্বিন—পথের দু'ধারের বনঝোপ থেকে—বনলতার কটুতিক্ত গন্ধ ওঠে, অপু পদ্য লেখে-rapture

ঘাটের বাটে লাগ্‌ল যবে।
আমার ছোট্ট তরী
ঘনিয়ে আসে মাঠে তখন শীতের বিভাবরী-

আবার সে পথে আসিল—আর কতদিন পরে আসে [ ] সেই বাড়ী, সেই পথঘাট—কত দিন সে গ্রামে আসে নাই—কত যুগ—সেই কোন্ বিস্মৃত, অতীত দিনে পা দিয়া চলে—সব ভুলিয়া গিয়াছে—ছায়া ছায়া স্বপ্নের মত মনে হয়—গ্রামের বাঁকে আসে—এখনও বেনে জেলের বাড়ী ঠিক সেই রকম আছে। তবে শ্রাবণ মাসে রথের ছুটীতে আসিয়াছিল—বড় জল ছিল—এখন শুক্‌না পথঘাট—ছায়া ভরা হেমন্ত বনভূমির গন্ধ তাহাকে পাগল করিয়া দ্যায়—এই [ ] মেলার স্থান—এখন সে একমাস, একমাস, একমাস বাড়ী থাকিবে—বিশ্বাস হয় না—ওই বাড়ীর দোর দেখা যায়—সন্ধ্যা এখনও হয় নাই—মা কি করে ?

নির্জন ভগ্ন গৃহে মা প্রদীপ এখনও জ্বালায়নি—
ও মা-
মা নাই ? অপুর মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠে।
মা আসিল।–
কে ?
অপু কথা বলে না...
সর্ব্ব ধীরে ধীরে আগাইয়া আসে...
অপু !
অপু দৌড়িয়া গিয়া প্রণাম করে। সর্ব বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরে—ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠে- !

এই চ্যাপটারটা পুজার শেষে—

প্রথম কার্ত্তিকে কি মাঝামাঝি কার্ত্তিকে-
বাড়ী গিয়া লিখিতে হইবে।

পুজার ছুটী ভাল কাটে—নদীর ধারে নতুন গান শিখিয়া গায়। [ ] নক্ষত্র দেখে—পিনাং, সিঙ্গাপুর—পাকাটি হাতে বেড়ানো—রাত্রে মায়ের গল্প—মা বলে তুই গল্প কর্—তুই কত বই পড়িস্—কত তো একটা—অপু বলে—কিন্তু মায়ের সেই শ্যামলঙ্কার গল্পের জন্য তৃষিত থাকে। কত রাত পর্য্যন্ত দুজনে জাগে—বলে বড় হোলে মাসোহারা নেব। কত সাধ—তবুও যেন অপু একটু অন্যরকম। আর সে অপু নেই—যে ভয় দেখাত—সে অবোধ, পাগল অপু কৈ ?...সর্বজয়া ভাবে আহা আমার (অপুর ?) যে রূপ, খুব বড় ঘরে বিয়ে দোব—সর্ব ভাবে অপু বড় বিদ্বান্—কত বই পড়ে—অপু এখান থেকে ওখান থেকে কত জিনিস যোগাড় করে—ছুটি ফুরায়—অপু দিন গুনে—কুম্‌ড়ার ব্যবসা—এই গাছগুলো ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না—সর্ব রাত্রে কাঁদে—বৈকালে অপু চলিয়া যায়—সর্ব রাশীকৃত [ ] লইয়া কাচিতে যায় ঘাটে—ফিরিয়া আসে—অবসন্ন দেহ—সন্ধ্যা-মন
বিষণ্ণ—কাঁদে—অপু বসিয়া আছে। যায় নাই ! নৌকায় যাহারা যাইবে তাহারা কাল সকালে যাইবে—তবুও একটা রাত—সর্ব্বর মায়ের ব্যথা দূর হইল—পুত্রকে বুকে লইয়া শোয়—কত গল্প করে—

[পথের পাঁচালী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২ অক্টোবর ১৯২৯ তারিখে। এর আগে এটি বিচিত্রা পত্রিকার আষাঢ় ১৩৩৫ -আশ্বিন ১৩৩৬ (কার্তিক বাদে) সংখ্যাগুলিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এর দুটি খণ্ড ছিল। কিন্তু এর রচনা ১৯২৯-এর বহু আগে ভাগলপুরের 'বড় বাসা'তে থাকার সময়ে ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে শুরু হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ হয়। এদিনেই বিচিত্রায় প্রকাশের জন্য পাণ্ডুলিপি পাঠান। কিন্তু এটি পত্রিকায় দেবার বহু আগেই দুটি খণ্ডকে Apu I ও Apu II চিহ্নিত করে ঘষামাজা করেন এবং পরিকল্পনাটিকে সাজানো-গোছানোর কাজে মগ্ন থাকেন। এখানে উদ্ধৃত অপ্রকাশিত খসড়া পৃষ্ঠাগুলিতে পাঠক ২৩ জুন ১৯২৬ এবং ৩১ জুন ১৯২৬ তারিখ দুটির উল্লেখ দেখে তা বুঝতে পারবেন। মূল পাণ্ডুলিপিতে তিনি 'অপুর্ব' থেকে ডাকনামের

বানান সর্বত্র 'অপু' লিখেছেন। আমরা অভ্যাসের বশে ও তদ্ভব শব্দের ব্যাকরণ মেনে 'অপু' লিখেছি। খসড়াটিতে লেখকের নিজস্ব ভাবনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পথের পাঁচালীর পরবর্তী পাঠককুলকে নতুন ভাবনায় উদ্দীপ্ত করবে। পাণ্ডুলিপির জীর্ণতার কারণে যে পাঠ উদ্ধার করা যায়নি তা [ ] বন্ধনীর শূন্যস্থান দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। যেহেতু এটি খসড়া সেজন্য পাঠক এখানে টানা কোনো ভাবকে প্রকাশিত হতে দেখবেন না।]

নির্বাহী সম্পাদক, বিভূতি-রচনাবলী জন্মশতবার্ষিকী সংস্করন

খসড়ার কয়েকটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

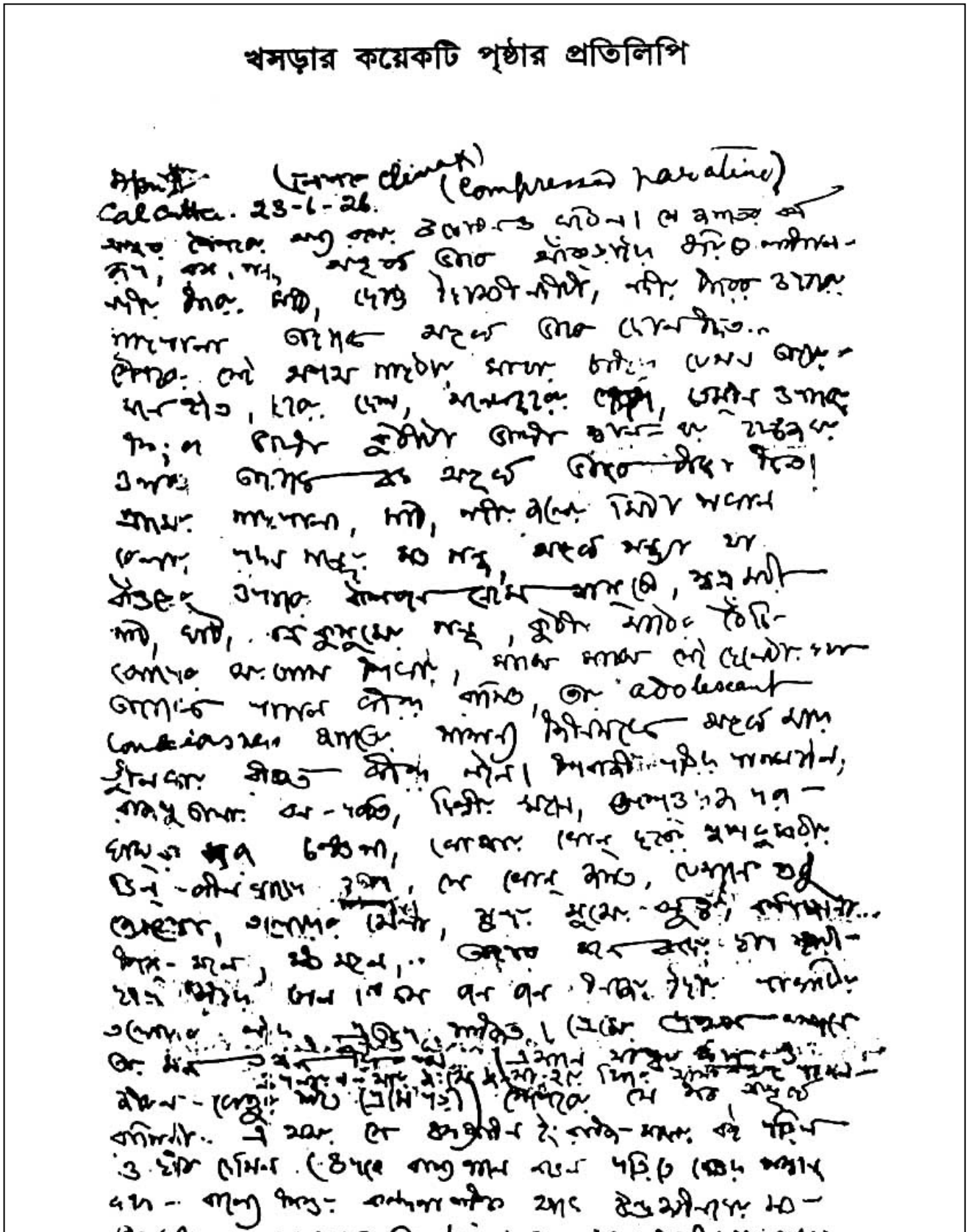

[illegible]
[illegible] — [illegible] in operation fixed [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Psychology — [illegible]
[illegible] — concluded by death
[illegible] development of
of Sotheajaya — [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

. . . .

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

31.6.26.

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] style [illegible]
[illegible]
[illegible] constantly ...

Apu II

[illegible]
[illegible]
[illegible] some [illegible]
[illegible] as compensation —
[illegible] as dying race —
[illegible] dead language
[illegible]
[illegible] dying race [illegible]

[illegible]

Apu II

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]